EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-885-55-00
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্ট ও. ব্লেকের বক্তব্য
দক্ষিণ এশিয়া নারী উদ্যোক্তা সিম্পোজিয়াম

ঢাকা, বাংলাদেশ
৯ই ডিসেম্বও, ২০১২

চট্টগ্রাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি -- এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী রবার্ট ব্লেক দক্ষিণ এশিয়া নারী উদ্যোক্তা সিম্পোজিয়ামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিম্নিলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন।

(বক্তৃতা শুরু)

শুভ সকাল। দক্ষিণ এশিয়া নারী উদ্যোক্তা সিম্পোজিয়ামে এসে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। কিরগিস্তানের বিশকেকে অনুষ্ঠিত জুলাই ২০১১ সালের অনুষ্ঠানের মতোই এটা শতাধিক নারী উদ্যোক্তাদের একসঙ্গে নিয়ে আসার এক বিশাল সুযোগ। এবার এখানে মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলঙ্কা, ভূটান নেপাল, বার্মা এবং বাংলাদেশের নারীগণ অংশগ্রহণ করছেন্। আমি রাষ্ট্রদূত ভারভিয়ের ও তার সহকর্মীদের এই আয়োজনে নেতৃত্ব প্রদান ও উদ্যোগ নেয়ার জন্য এবং বাংলাদেশ সরকারের এই উদ্যমী সহযোগিতার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মণি, নারী উদ্যোক্তার বিষয়টির প্রতি নিজে আত্মনিবেদন করায় এবং আজ আমাদের সঙ্গে এখানে উপস্থিত হওয়ায় আপনাকে ধন্যবাদ। সর্বশেষে, রাষ্ট্রদূত মজীনা ও দূতাবাসের তার সহকর্মীদের এই সিম্পোজিয়াম আয়োজন করার জন্য যে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে সেটার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

আমরা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করি যে নারীরাই সেই পরিবর্তনের প্রভাবক যারা দক্ষিণ এশিয়াকে তার আসল সম্ভাবনা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। এজন্য এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আমরা অনেক উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য স্থির করেছি - ব্যবসায়িক সাফল্য, আন্তঃআঞ্চলিক অংশীদারিত্বের প্রসার ও বহুমুখী সংযোগ গড়ে তোলার জন্য এবং

নারী ব্যবসায়ীদের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য আপনার আপনাদের আরো কিছু সহায়তা প্রদান করবো। আমার সামনে বসে থাকা সকল সফল, অনুপ্রাণিত নারীদের দেখে আমি বিশ্বাসী যে আমরা যে কাজ শুরু করেছি তাতে আমরা সফল হবো।

সেক্রেটারী ক্লিনটন অবশ্যই দীর্ঘদিনব্যাপী নারীদের অধিকার ও তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পক্ষে অকপট ও অসাধারণ বক্তার ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি প্রায়ই বলেন যখন সমাজের অর্ধেক জনসংখ্যাকেই তার সুযোগ অর্জন করা থেকে বিরত রাখা হয় তখন কোনো সমাজই তার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা বাস্তবায়ন করতে পারবে না। ২০০৯ সালে তিনি রাষ্ট্রদূত মেল্যান ভারভিয়েরের নেতৃত্বে স্টেট ডিপার্টমেন্টে বৈশ্বিক নারী বিষয়ক দপ্তর চালু করেন। তিনি অবশ্যই তার সেসব পরিকল্পনার পেছনে তার নেতৃত্ব ও আত্মনিবেদন প্রদান করেছেন। আমরা সৌভাগ্যবান যে আমরা দুজন শক্তিশালী নেতা পেয়েছি যারা লক্ষ লক্ষ নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য নতুন নতুন পথ খোঁজার জন্য কঠিন পরিশ্রম করছেন।

নারীরা আজ বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন - অস্বাক্ষরতা, ঋণ ও শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া, লিঙ্গ-বৈষম্যভিত্তিক সহিংসতা এবং জন্মসিদ্ধ বৈষম্য যা তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগসমূহ সীমিত করে দেয়। ভারত ও বাংলাদেশ বিশেষ করে প্রদর্শন করেছে যে নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের সঙ্গে নারীদের অধিকারের প্রসার এবং শাসনব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় উন্নতি সাধিত হয়। অন্যদিকে, নারীদের সরকারিক্ষেত্রসমূহ থেকে বাদ দেয়া হলে সমাজ ও অর্থনীতির ওপর সেটার নেতিবাচক প্রভাবের উদাহরণও আমরা দেখেছি এবং আফগানিস্তানের মতো দেশগুলোতে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রত্যাবর্তনের পথটি কতটা জটিল ও কষ্টকর সেটাও আমরা দেখেছি।

সেখান থেকে এখানে আসতে হলে নারীদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার প্রতি সমান সুযোগের পাশাপাশি ব্যবসা শুরু করার স্বাধীনতাও থাকতে হবে। নারীরা তাদের আয়ের ৮০ শতাংশ নিজ পরিবারে ও জনগোষ্ঠীতে বিনিয়োগ করে এবং নারীচালিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাসমূহ কম দুর্নীতিগ্রস্ত ও অধিক গণসেবা প্রদান করে। আমরা যখন নারীদের শিক্ষায় বিনিয়োগ করি এবং তাদের ঋণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা চালু করার সুযোগ দেই তখন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সুবিধাসমূহ গৃহের বাইরে অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

সাধারণ জ্ঞান থেকে যেটা বোঝা যায় এবং প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে যেটা আমরা শিখেছি তা হলো একবার নারীদের নিজ অর্থনৈতিক ও আর্থিক নিরাপত্তার নিয়ন্ত্রণ দেয়া হলে তারা কেবল নিজের নিয়তির নিয়ন্ত্রণই গ্রহণ করে না বরং তারা তাদের পরিবার ও জনগোষ্ঠীর গতিপথকেও পরিবর্তন করে। নারীরা তাদের পরিবার সম্বন্ধে যে

জ্ঞান রাখে সেটার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা যদি তাদের একটি অর্থনৈতিক পরিচিতি গড়ে তুলতে সহায়তা করি তাহলে পরিবার লাভবান হবে, জনগোষ্ঠী লাভবান হবে, পুরো দেশ লাভবান হবে।

শিক্ষাকে সুযোগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হবে যাতে সেই জ্ঞানটা ভালোভাবে ব্যবহার করা যায়। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এ ধরনের সিম্পোজিয়ার দৃঢ় সোপানের ন্যায় কাজ করে। এই আয়োজনব্যাপী ও এর পরেও আমরা এমন নারীদের প্রণোদনাদায়ক গল্প শুনবো যারা বিপত্তিগুলোর সঙ্গে লড়ে নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেছে, কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করেছে এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিকূলতার মুখে প্রগতির জন্য লড়াই করেছে। আপনাদের মধ্যে এখানে অনেকেই আছেন যারা তাদের পরিবারে নিজ জনগোষ্ঠীতে প্রথমবারের মতো নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন - আর আপনারা আগামী প্রজন্মের নারী ও মেয়েদের জন্য আদর্শস্বরূপ। আপনাদের অর্জনগুলো তাদের এমন উচ্চতায় পৌঁছতে সহায়তা করবে যার কল্পনা কয়েক বছর আগেও করা যেতো না।

এই অঞ্চলে নারীদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকেরই একটি ভূমিকা পালন করতে হবে। আপনারা আপনাদের জনগোষ্ঠীতের এটার প্রচার করতে পারেন। তরুণ নারীদের পথপ্রদর্শন করার মাধ্যমে মান বজায় রাখবে এমন একটি নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারেন। নিজ পরিবারের মধ্যে, শহরের মধ্যে, থেকে শুরু করে একেবারে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারেন। এই বিষয়টির প্রগতি সাধন করতে পারে ও আপনাদের জন্য নতুন দ্বার উন্মোচন করতে পারে এমন সরকারি অংশদার, বেসরকারি অংশদার ও সংস্থা খুঁজতে পারেন। জাতীয় সীমান্তসমূহকে আপনাকে রোধ করার সুযোগ দিবেন না। এখানে যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলুন এবং ঢাকা ত্যাগ করার পর পরিকল্পনাসমূহের বিনিময় অব্যাহত রাখুন। অনেক ধন্যবাদ।

রাষ্ট্রদূত ভারভিয়েরের পরিচিতি

আমি রাষ্ট্রদূত ভারভিয়েরকে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করাতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। বৈশ্বিক নারী বিষয়ক অ্যাম্বাসেডর এ্যাট লার্জের ভূমিকায় তিনি বিশ্বব্যাপী নারীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির পথপ্রদর্শক। প্রেসিডেন্ট ওবামা ও সেক্রেটারি ক্লিনটন এ কাজের রাষ্ট্রদূত ভারভিয়েরের চেয়ে আরো বৈচিত্র্যময় ও অক্লান্ত উপদেষ্টা নিয়োগ করতে পারতেন না। নারীদের অধিকারের সহায়তা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে তিনি তার জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করেছেন। রাষ্ট্রদূত ভারভিয়ের ভাইটাল ভয়েসেস গ্লোবাল পার্টনারশীপ নামক নারীদের বৈশ্বিক নেতৃত্বের জন্য কাজ করা একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থার সহ-

প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ও তার সহকর্মীগণ এই সম্মেলনের আয়োজনের চালিকাশক্তি এবং আমার ব্যুরোর জন্য এক অসাধারণ সহযোগী।

আমরা সবাই মিলে রাষ্ট্রদূত মেল্যান ভারভিয়েরকে স্বাগতম জানাই।

(বক্তৃতা শেষ)

==========